দৈনিক বাংলা

31

তারিখ ... 01 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

(29

ফেলের হার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বিএসসি পাস পরীক্ষার ফল আমাদের শিক্ষা সংক্রান্ত হতাশায় আরো এক মাত্রা যোগ করেছে। নতুন কিছু নয় ঠিকই। উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠার মত পরীক্ষার ফল আমরা সত্যিই অনেক দিন বড় একটা দেখিনি।

গত মে জুন মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে বিএসসি পাস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ৮৭ শতাংশ পরীক্ষার্থীই ফেল করেছে। প্রথম বিভাগে পাস করেনি কেউই। ওই পরীক্ষা অনুষ্ঠানে নাকি নকলের দাপটও ছিল খুব। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৩৩৩৩ জনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল, কারণ তারা অসদুপায় অবলম্বন করেছিলেন। কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন সময়ের মেয়াদে পরীক্ষা দেবার জন্য অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর যারা পাস করেছেন তারা যথার্থ পদ্ধতিতেই পাস করেছেন বলে ধরে নিতে আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু সন্দেহ থাকে।

অনেক দিন থেকেই আমাদের শিক্ষাঙ্গনের পরীক্ষার ফলের খবরগুলি ফেলের খবর হয়ে আছে একথা ঠিক। কিন্তু এটাই আমাদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক এটা আমরা চাইতে পারিনা। আমরা এ অবস্থার পরিবর্তন দেখতে চাই। প্রতি বছরই আশা করি এবার নিশ্চয় ভিন্ন কিছু ঘটবে। আমূল পরিবর্তন যদি একবারে নাও ঘটে যায় একটা উন্নতির আভাস দেখলেও তো জনসাধারণ খুশি হতে পারত। কিন্তু তাও হয়না। যেখানে ৮৭ শতাংশ ফেলের হার, সেখানে শত শতাংশ থেকে আর কতদূরে অবস্থান করছি তাই কি শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য হিসাবের বিষয় হবে?

আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে ভুল আছে এ কথা সবাই বলছেন। ভুলের স্বীকারোক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন ভুল সংশোধনের। তাছাড়া আমাদের সমাজের ভুল শুধু পরীক্ষা পদ্ধতিতেই নয়, গোড়াতেও গলদ আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেই যথেষ্ট গোঁজামিল। এ প্রশ্ন অবশ্যই ওঠে যে এত যে ফেল করলেন তারা পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন কিভাবে। কিন্তু ওটাই শেষ প্রশ্ন নয়। মূল প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এমন ব্যাপক হারে ফেলের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে কেন? ছাত্রদের পাস করাবার যোগ্য করে প্রস্তুত করা হলে ফেলের হার এমন অস্বাভাবিক বেশী হতে পারেনা। আমাদের সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট শিক্ষার্থী (তথা মানুষ) মেধাহীন, এ কথা নিশ্চয় আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। বরং সঠিকভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হলে এদের অধিকাংশই সব পরীক্ষায় ঠিকঠাক মত উৎরে যাবেন এটাই আমরা বিশ্বাস করতে চাই।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গুরুত্ব সহকারে বিষয়টা বিবেচনা করা উচিত। এ ব্যাপারে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হওয়া দরকার।